চাঞ্চল্যকর রিফাত হত্যা মামলার রায় আজ, সেদিন কী ঘটেছিল বরগুনায়?

চাঞ্চল্যকর রিফাত শরীফ হত্যা মামলায় প্রাপ্তবয়স্ক ১০ আসামির রায় ঘোষণা হবে আজ বুধবার। বরগুনার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক আছাদুজ্জামান এ রায় ঘোষণা করবেন।

প্রাপ্তবয়স্ক এই আসামিদের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে গত ১৬ সেপ্টেম্বর রায়ের জন্য এ দিন নির্ধারণ করেন।

এছাড়া এ মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক অন্য ১৪ আসামির বিরুদ্ধেও সাক্ষ্যগ্রহণ ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষ হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বরগুনা নারী ও শিশু আদালতে এই সাক্ষ্যগ্রহণ ও যুক্তিতর্ক শেষ হয়। যেকোনও দিন রায়ের তারিখ নির্ধারণ করতে পারেন আদালত।
সেদিন কী ঘটেছিল বরগুনায়?

চাঞ্চল্যকর এ ঘটনাটি ঘটে ২০১৯ সালের ২৬ জুন। ওই দিন সকালটি আর ১০টি সকালের মতোই শুরু হয়েছিল রিফাত শরীফের। কিন্তু সেই সকালটি হয় তার জীবনের শেষ সকাল। বরগুনা সরকারি কলেজের সামনে হঠাৎ কিশোর গ্যাং বন্ড বাহিনীর হামলার শিকার হন রিফাত। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি।

কিন্তু বর্বরচিত এই হত্যাকাণ্ড সারাদেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। কিশোর গ্যাং বন্ড বাহিনী প্রকাশ্যে রিফাতকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই দিন বিকালেই বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

যেভাবে খুন হন রিফাত

বুধবার, ২৬ জুন সকালে বরগুনা সরকারি কলেজে যান রিফাতের স্ত্রী মিন্নি। পরে স্ত্রীকে তাকে আনতে কলেজে তিনি। মিন্নিকে সঙ্গে নিয়ে কলেজ থেকে বের হচ্ছিলেন রিফাত। কলেজের গেটে ওঁৎ পেতে থাকা কিছু সন্ত্রাসী রিফাতকে কলেজ গেট থেকে টেনে নিয়ে নয়ন বন্ড ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে নিয়ে যায়। তারা রিফাতের ওপর আক্রমণ করে। হঠাৎ নয়ন বন্ড দৌঁড়ে গিয়ে একটি রামদা নিয়ে আসে। এরপর সেটি দিয়ে

উপর্যুপরি কোপাতে থাকে রিফাতকে। এসময় মিন্নি অনেক চেষ্টা করেও ফেরাতে পারেনি হামলাকারীদের। পরে একটি রিকশায় করে হাসপাতালে নেওয়া হয় রিফাতকে। দূর থেকে এই দৃশ্য কে বা কারা ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিলে মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। নয়নের কোপানোর দৃশ্য দেখলে যে কেউ আঁতকে উঠবেন।

কে এই নয়ন বন্ড?

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের তথ্যমতে, পৌর শহরের বিকেবি রোডের শহরের ধানসিঁড়ি এলাকার আবু বক্কর সিদ্দিকির ছেলে সাব্বির হোসেন নয়ন। তিনি ছিলেন মাদকাসক্ত। শুধু তাই নয়, রিফাত হত্যা মামলার প্রধান আসামি নয়ন বন্ড ছিলেন অপরাধ জগতের পরিচিত মুখ। পরে তিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন।

এই নয়নের কারণে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ ছিল। ‘কচু গাছ কাটতে কাটতে ডাকাত’ বনে যাওয়ার মতো ছিঁচকে চুরি আর ছিনতাইয়ের মধ্য দিয়ে শীর্ষ সন্ত্রাসীতে পরিণত হয় বরগুনার সাব্বির হোসেন নয়ন।

দলীয় কোনও পদ-পদবি না থাকলেও সরকারি দলের ছত্রছায়ায় থেকে ছিঁচকে চোর থেকে বরগুনার শীর্ষ সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ীতে পরিণত হয় সে। মাদক বিক্রির পাশাপাশি পৌর শহরের বিকেবি রোডের ধানসিঁড়ি এলাকার নিজ বাসায় মাদকসেবীদের মাদক সেবনের সুযোগও করে দিত নয়ন। সুবিধা পাওয়ায় মাদকসেবীরাও ভিড়ত তার কাছে। এভাবে ধীরে ধীরে বরগুনা শহরের মাদকের ডন বনে যায় সে। নিজের বাসা মাদকের আখড়ায় পরিণত করে নয়ন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

গাংনীতে জমিজমা সংক্রান্ত মামলায় লাখ জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে জমিজমা সংক্রান্ত মামলায় হাবিবুর রহমান নামের এক ব্যক্তিকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ের ১৪ মাসের

কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত।

মঙ্গলবার মেহেরপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক এ আদেশ দেন। দণ্ডিত হাবিবুর রহমান গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া শিলিলপাড়ার মোফাজ্জলের ছেলে।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, দণ্ডিত হাবিবুর রহমানের কাছ থেকে ১ লাখ টাকা দিয়ে ২ বিঘা জমি বন্দবস্ত নেন তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের ইরফান আলীর ছেলে মিলন হোসেন। চুক্তিমোতাবেক টাকা ফেরত দিতে গড়িমশি করলে ২০১৯ সালে মেহেরপুর আদালতে একটি মামলা দায়ের করে মিলন হোসেন। মামলা নং ৪১২/১৯।

মামলায় দোষী প্রমানিত হওয়ায় আদালত এ আদেশ দেন।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে গাংনীতে সিএফএইচ’র বৃক্ষ রোপণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৪ তম জন্মদিন উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনীতে বৃক্ষ রোপণ করেছে সামাজিক সংগঠন কাম ফর হিউম্যানিটি-সিএফএইচ সদস্যরা।

গতকাল গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে ফলজ বৃক্ষ রোপণ অভিযান পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্যরা।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মামুন অর রশিদ বিজনের নির্দেশনা অনুযায়ী দিন ব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান চালান সিএফএইচ এর ইউনিট প্রতিনিধিরা।

জাল ভিসায় বিদেশ পাঠানোর অভিযোগে পিত-পুত্র কারাগারে

জাল ভিসার মাধ্যমে মালদ্বীপে পাঠানোর অভিযোগ মেহেরপুরের সাহেবনগর গ্রামের পিতা-পুত্রকে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩ হাজার টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার মেহেরপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের বিচারক তারিক হাসান গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের গোলাম মোস্তফার ছেলে আমিরুল এবং আমিরুলের ছেলে হাফিজুলকে এ সাজা দেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে একই উপজেলার বাদিয়াপাড়া গ্রামের খবিরের ছেলে বিল্লাল তার ছেলেকে রিপন কে মালদ্বীপে পাঠানোর জন্য ২০১৭ সালের ১২ মে আমিরুল কে ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা প্রদান করেন, পরে তার ছেলেকে জাল ভিসায় মালদ্বীপে পাঠানো হলে রিপনকে সেখান থেকে ফেরত পাঠানো হয়।

এ ঘটনায় বিল্লাল হোসেন বাদী হয়ে মেহেরপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ৪২০/৫০৬ পেনাল কোড-এ একটি মামলা দায়ের করেন। যার সি, আর কেস নং২৭১/১৯। মামলায় সাক্ষীদের সাক্ষে আসামিদ্বয় দোষী প্রমাণিত হওয়ায় আদালত দুজনকে এ শাস্তি দেন।

স্বাস্থ্যবিধি না মানায় মেহেরপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা

স্বাস্থ্যবিধি না মানায় মেহেরপুর শহরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মঙ্গলবার দুপুরের দিকে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসানো হয়।

সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহামুদুল হাসানের

নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরের পপি ফার্মেসিতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় সেখানে স্বাস্থ্য বিধি না মেনে ব্যবসা পরিচালনা করায় এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এদিকে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন দোকানে এবং রাস্তায় করোনা সচেতনতা বার্তা দেওয়া হয় এবং যাদের মুখে মাস্ক ছিল না তাদেরকে দাঁড় করিয়ে ৫০ টাকার মাস্ক কিনে ছেড়ে দেওয়া হয়। একই সাথে গণপরিবহনের অভিযান চালানো হয়, গণপরিবহনে মাস্ক নিয়ে চলাচল করার জন্য সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে দেয়া হয়।

কাঁঠালপোতা নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টে কাঁঠাল পোতা সেমিফাইনালে

মেহেরপুর সদর উপজেলার কাঁঠালপোতা ফুটবল একাডেমীর উদ্যোগে কাঁঠালপোতা মাঠে অনুষ্ঠিত কাঁঠালপোতা নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টে কাঁঠাল পোতা সেমিফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

রাতে অনুষ্ঠিত কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় কাঁঠালপোতা ফুটবল একাডেমী ১-০ গোলে মোমিনপুর ডাইমন্ড ক্লাবকে পরাজিত করে। খেলায় বিজয়ী দলের পক্ষে আনোয়ার এক মাত্র গোলটি করেন।

খেলায় বিজয়ী দলের গোল দাতা আনোয়ার ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন। খেলা শেষে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

টুর্নামেন্টে সভাপতি রকিবুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুস সালাম, পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আলাউদ্দিন মন্ডল ও পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্নসাধারণ সম্পাদক ওহেদুর রহমান ডাবলু উপস্থিত থেকে পুরষ্কার বিতরণ করেন।

খেলা টি পরিচালনা করেন মনিরুজ্জামান রিপন।

ইবির নতুন উপাচার্য ড. শেখ আব্দুস সালাম

কুষ্টিয়ার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে চার বছর মেয়াদে নিয়োগ পেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম।

মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে। এতে বলা হয়, উপাচার্য হিসেবে তিনি অবসর অব্যাহতির আগের পদের সমপরিমাণ বেতন-ভাতা পাবেন এবং বিধি অনুযায়ী পদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী হিসেবে তিনি সার্বক্ষণিক ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন। রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের প্রয়োজনে যেকোনও সময় এ নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।

অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক।

বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলায় জন্ম নেওয়া ড. সালাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৫ সালে অর্থনীতিতে বি এ (সম্মান) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে অর্থনীতিতে এম এ ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় এমএ এবং এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৬ সালে ভারতের পুনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

ড. সালাম বাংলাদেশ সরকারের ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষায়ক মন্ত্রণালয়ে গবেষণা কর্মকর্তা পদে চার বছর চাকরি করেন। তিনি ১৯৮৬-৮৭ সালে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর ভলান্টারি স্টেরিলাইজেশনের (বিএভিএস) পরিচালক, প্রোগ্রাম অ্যান্ড আইইসি পদে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮৭ সালে তিনি শিক্ষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের

মহাপরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও ২০০৬ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান এবং ২০০৯ সালে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিনের দায়িত্ব পালন করেন।

এসময়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স কমিটির সদস্য এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ থেকে প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
তিনি বৃটিশ কাউন্সিল হায়ার এডুকেশন লিঙ্ক প্রোগ্রামের সমন্বয়ক এবং বাংলাদেশ, নরওয়ে, পাকিস্তান ও নেপাল এই চার দেশের সম্মিলিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নোমা প্রোগ্রামের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

ড. সালাম ২০০৯ থেকে ২০১১ সময়ে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজির সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। ২০১১ সাল থেকে তিনি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কমিটির সদসস্যের দায়িত্ব পালন করছেন।

২০১২ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোস্যাল সায়েন্সেসের পরিচালক পদে ছিলেন তিনি। নরওয়ের অসলো ইউনিভার্সিটি কলেজ এবং রোমানিয়ার লুসিয়ান ব্লাগা ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ড. সালাম।

কুমারখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনের দায়ে জেল-জরিমানা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ড্রেজার মেশিন দিয়ে অবৈধ ভাবে বালু উত্তোলন করার অপরাধে ৪জনকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ জনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ঘাট এবং আড়ুয়াবাধার চর সংলগ্ন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালায়।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হচ্ছে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের কান্তিনগর এলাকার ছাত্তার মোল্লার ছেলে রিপন (৩২), ভেড়ামারা বারোমাইল এলাকার সিরাজুল প্রামানিক (৩০), আতিয়ার রহমান (৪০), আবুল কাশেম (৩৫) ও বেলগাছি এলাকার মোক্তার হোসেন।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এমএ মুহাইমিন আল জিহান।

এ সময় তিনি জানান, এ চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে ড্রেজার মেশিন দিয়ে বালু উত্তোলন করে আসছে।

মঙ্গলবার দুপুরে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। পরে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর আওতায় রিপন, সিরাজুল প্রামানিক, আতিয়ার রহমান ও আবুল কাশেমকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং মোক্তার হোসেনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

অভিযানে কুমারখালী থানা পুলিশ, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা সহায়তা করে।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের ৪৩ তম মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা পরিষদের ৪৩ মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার জেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধানমন্ত্রীর ৭৪ তম জন্মদিন উপলক্ষে দোয়া করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল। বক্তব্য দেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মৃধা মোহম্মদ মোজাহিদুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী মুজিবুর রহমান চৌধুরী, উপ সহকারী প্রকৌশলী সুফল চন্দ্র মন্ডল।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা পরিষদের সংরক্ষিত নারী সদস্য শামীম আরা হীরা, নার্গিস আরা,সামিউন বশিরা পলি, নির্বাচিত সদস্য মুজিবুল ইসলাম, শাহীন উদ্দীন শাহীনসহ জেলা পরিষদের সকল সদস্য।

কোটচাঁদপুরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছেলেসহ বাবা-মাকে পিটিয়ে জখম

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছেলেসহ বাবা- মাকে পিটিয়ে জখম করেছে পরিবারের সদস্যরা। সোমবার বেলা ১২ টার দিকে উপজেলার কুশনা ইউনিয়নের তালশার গ্রামের উত্তর পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। হামলার স্বীকার হলেন, ওই এলাকার মৃত আব্দুল কারীর ছেলে রবিউল ইসলাম (৫০) ও তার স্ত্রী শেফালী খাতুন (৪৫), বড় ছেলে রুবেল হোসেন (২৩), ছোট ছেলে সোহেল (১৬), রুবেলের স্ত্রী রানী খাতুন
(১৮) এবং জামাই শোয়েব আলম রনি (৩০)।

আহতদের পরিবার সূত্রে জানা যায়, রবিউল ইসলামের জামাই শোয়েব আলম রনি শ্বশুরের কাছ থেকে জমি লিজ নিয়ে চাষাবাদ করেন। ঘটনার দিন (সোমবার) সকালে ওই জমিতে আগাছা পরিস্কার করতে গেলে চাচা শ্বশুর আবুল হোসেন এবং তার দুই ছেলে আনিস ও শাহিনুর জমিতে কাজ করতে বাঁধা দেন। রনি বিষয়টি শ্বশুর রবিউল ইসলামকে জানান। পরে ঘটনার বিষয় নিয়ে রবিউল তার ভাই আবুল হোসেনের নিকট জানতে চান।

এ সময় উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে অভিযুক্ত আবুল ও তার দুই ছেলে আনিস ও শাহিনুর তাদের উপর চড়াও হয়। পরে তাদের সাথে ওই এলাকার খাঁ জামানের ছেলে খলিল মিয়া, জুলু ইসলামের ছেলে তরিকুল ইসলাম, রুহুল আমিনের ছেলে রিপন হোসেন দেশীয় কুড়াল, বাঁশ ও ক্রিকেট খেলার ব্যাট নিয়ে রবিউল ও তার স্ত্রী এবং দুই ছেলে, ছেলের বৌ ও জামাইয়ের উপর হামলা চালায়। সেই সাথে বাড়ির আসবাব পত্র ভাংচুর করে। হামলায় একই পরিবারের ৬ জন আহত হন।

এঘটনায় গুরতর আহত রুবেল হোসেন কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এঘটনায় রবিউল ইসলাম বাদী হয়ে কোটচাঁদপুর থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন।